সংবাদ

তারিখ ... 30 APR 2016
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ৩

শেষ হলো জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৬

Pic: National High School Programming Contest.jpg

শেষ হলো দেশব্যাপী আয়োজিত জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৬। সারাদেশে থেকে আগত প্রোগ্রামদের নিয়ে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর চূড়ান্ত পর্ব। ২৪ এপ্রিল সকাল ৯টায় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। উদ্বোধনের পর শুরু হয় ৩০ মিনিটের কুইজ প্রতিযোগিতা ও ৩ ঘন্টা ব্যাপি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার প্রোগ্রামিংয়ে জুনিয়ার ক্যাটাগরি চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রিজেন্ট এডুকেয়ারের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রুহান হাবিব। সিনিয়রে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের আসিফ জাওয়াদ।

এছাড়া জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় কুইজে পর্বে জুনিয়ার ক্যাটাগরি চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের মো. ফাহিম আবরার, সেকেন্ডারিতে ক্যাটাগরি পাবনা জিলা স্কুলের শাহরিয়ার রিজবী এবং হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সরকারী বিজ্ঞান কলেজের সেজান আহমেদ। প্রতিযোগিতা প্রোগ্রামিংয়ে প্রতিযোগিতায় জুনিয়ারে ১৬ জন এবং সিনিয়রে ২২ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কুইজের তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ২০ জন করে মোট ৬০ জনকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আগে সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, আমরা আশাবাদী এই তরুণদের নিয়ে। বাংলাদেশের তরুণরা একদিন বিশ্বজয় করবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করে দিচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। আগামীতে ৩২টি অঞ্চলে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

আয়োজনে উপস্থিত থেকে ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অনেকখানি জ্ঞানের সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে। যে দেশের যত বেশি জ্ঞান আছে সেই দেশে ততবেশি এগিয়ে যাবে। তিনি অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী বা ক্ষমতাবানের যা আছে তোমাদেরও তাই আছে। আর সেটা হলো তোমাদের ব্রেন। তোমরা সেটা কাজে লাগাতে হবে।

সমাপণী অনুষ্ঠানে বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ কায়কোবাদ বলেন, তরুণদের শক্তি হলো অপরিসীম। এই শক্তি ব্যবহার করে দেশকে এগিয়ে নেয়ার কাজ করতে হবে। তরুণদের মাঝে প্রযুক্তি ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রোগ্রামিংয়ের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবি আজিয়াটা লিমিটেডের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড পিপল অফিসার মতিউল ইসলাম নওশাদ বলেন, স্কুল-কলেজ থেকে প্রতিভা বের করে আনার জন্য এটি একটি ভালো পদক্ষেপ। এই আয়োজন তরুণদের মাঝে তথ্য-প্রযুক্তির আলো ছড়িয়ে দিবে। বরি এ আয়োজনের সঙ্গে থাকতে পরে আনন্দিত। তিনি বলেন, বরির আলোয় আলোকিত করতে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পালন করে থাকে। আগামীতেও রবি সেই ধারা বজায় রাখবে।

তথ্য-প্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ এখন স্কুল পর্যায় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এটা দেশের জন্য খুবই ভালো খবর। আগামীতে প্রাথমিক পর্যায় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করে সত্যিকারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলায় কাজে এগিয়ে আসবে আইসিটি মন্ত্রণালয়।

আইসিটি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বের অনুষ্ঠানের আরও বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হারুন অর রশিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক লাফিফা জামাল সহ অনেকে।

উলে-খ্য, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মত দেশব্যাপী ১৬টি অঞ্চলে আয়োজন করা হয় জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর আঞ্চলিক পর্ব। এই ১৬টি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নিয়ে চূড়ান্ত পর্বে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৯৬৮ জন এবং প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিজয়ী ৩১৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত, এর আগে এই আয়োজনের আওতায় ৬৪টি জেলায় ৭০০ হাই স্কুলে প্রচারণামূলক অ্যাক্টিভেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যেখানে প্রায় দুই লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে ১৬টি জেলায় আঞ্চলিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়। যেখানে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মেন্টরস ট্রেনিং, অনলাইন মেন্টরশিপ ও ফোরাম আলোচনা পরিচালনা করা হয়।

জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজনে রয়েছে আইসিটি ডিভিশন, প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলো রবি আজিয়াটা লিমিটেড, বাস্তবায়ন সহযোগিতায় বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক, একাডেমিক সহযোগিতায় কোডমার্শাল, পার্টনার হিসেবে ছিলো-কিশোর আলো, এটিএন নিউজ, বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ)। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।